LOGHI স্থান

ভাডেমেকোম একটি হ্যান্ডবুকের মাধ্যমে আইনি বিভিন্ন ধারার প্রকল্প নিয়ে কাজ করবে।

প্রজেক্ট লিরা * বিরোধ সহিংসতা নিয়ে তারা কাজ করবে*

২০১৩-২০১৪

Progetto

L.I.R.A.

eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

CITTA' DI VENEZIA
DIREZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO
SERVIZIO CITTADINANZA DELLE DONNE E CULTURE DELLE DIFFERENZE
CENTRO DONNA

DESIDE

Introduzione

ভূমিকা

এই প্রজেকক্টের জন্ম হয় চারিদিকে নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখে, নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য এই প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট যারা তৈরী করেছেন তার নাম হচ্ছে Iside coopertiva| এর অংশগ্রহনে যারা আছেন তারা হলেন রাষ্ট্রপতি মন্ত্রির নাগরিকত্ব সার্ভিস, নারীদের উন্নয়ন প্রকল্প সংস্থা,এবং ভেনিস কমুনি, এবং সামাজিক সেবা সংস্থা।

এই কপেরাটিভ ভেডেকোম নামে একটি বই তৈরী করেছে। যার মাঝে ২০১২-২০১৪ সালের মহিলাদের জন্য বিভিন্ন আইনী সমস্যার সমাধান তুলে ধরবেন। যেসব নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন।

এখানে আরো অনেক সুবিধা রয়েছে। শুধু নির্যাতনই নিয়েই তারা কাজ করেনা। আরো অনেক সুবিধা রয়েছে যেমন যাদের ভাষাগত সমস্যা, তাদের কথা চিন্তা করে তিনটি ভাষায় ট্রান্সলেট করা হয়েছে এই বইটির।

এ কাজের জন্য সহযোগিতা করছে কমুনি দি ভেনিস।

এখানে আরো সাহায্য করেছেন তারা হলেন Dr.A Patrizia Marcuzzo centro donna, Dr.A Sara Pretali সাইকোলোজিস্ট cooperativa iside,Dr.A Raffaella Toniolo সাইকোলোজিস্ট নারীদের কাজের কাউন্সলার centro donna.

আইনী সহায়তা করেছেন কিছু উকিল যাদের নাম হচ্ছে Anna Maria Marin,Chiara Santi,Margherita Salzer, Francesca Maggiolo. ঐারা আইনী কনসলেন্ট হিসেবে কাজ করবে।

যারা এই সংস্থাকে সাহায্য করেছে বিশেষ করে কমুনে দি ভেনিস কে, এবং যারা আইনী সহায়তা করেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ এই প্রজেক্টের পক্ষ থেকে।

"L'AMORE CAMUFFATO"

(11 Aprile 2013)

"ছদ্মবেশে প্রেম"

(১১ এপ্রিল ২০১৩)

ভালোবাসা, এই ধারণাটি সুস্পষ্ট ও অনেক ত্যাগ নিয়ে গঠিত, এবং কতোটা সুস্পষ্ট ও ত্যাগ রয়েছে এতে, এটা নির্ধারণ করা অনেক কঠিন একটি বিষয়।তবে এই বিষয়টি ইতিমধ্যে যেসব নারীরা বিভিন্ন নারী নির্যাতন কেন্দ্র থেকে এসেছেন তারা অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। এবং তাদের জীবনের কিছু বাস্তব গল্পই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে সেই সব ভুক্তভোগি নারীদের বাস্তব অভিজ্ঞটা থেকে।

এখানে আপনাদের কাছে "ছদ্মবেশে প্রেম" এর উপর "সাইকোলজিক্যাল" তথা মনোরোগবিদ বা মনস্তত্ত্ববিদের এর মধ্যে বিভিন্ন নারীদের সাথে ঘটা বিষয়ের উপর তাদের কাছ থেকে জানতে পারা বাস্তব অভিজ্ঞটা গুলোর কিছু লেখা তুলে ধরা হবে। যেখানে "ছদ্মবেশে প্রেম" সংক্রান্ত বিষয়ে যে সব নারী এর শিকার হয়েছে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞটা থেকে নেওয়া কিছু বিষয় তুলে ধরা হবে। যার শিরোনাম না নামকরন হিসেবে আমরা বলতে পারি "ছদ্মবেশে প্রেম"।

আমি বছর ধরে এই ছদ্মবেশের প্রেমে প্রতারিত মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু বাক্য তুলে ধরছি এখানে:

" জীবনের সবচাইতে বেশি ভালবাসতাম ওকে, কিন্তু সেই ব্যক্তি এখন অন্য কারো..... এতো বেশিই ভালোবাসতাম এই পুরুষটিকে!যে আমি বুঝাতেই পারবো না কি এমন হয়েছিলো আমাদের মধ্যে। আমার মনে হয় কোন গুণী ব্যক্তিও ভালোবাসার সংজ্ঞা দিয়ে বুঝাতে পারবে না, আর সেখানে আমিতো কিছুই না। একদিন ওর কাছে আমার ভালোবাসার আর কোন প্রয়োজন বোধ হয়না এবং সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়।"

" প্রেমে পড়লে হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে যায় হৃদয়ে এক আদ্ভুত ভালোলাগা কাজ করে, তবে ভালোবাসা এবং সহিংসতা এক বিষয় নয়, এবং আপনি প্রথমে এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারবেন না। আমি আমার স্বামীকে অনেক অনেক ভালোবেসে ফেলেছিলাম, কিন্তু যখন সে আমাকে মারধর করতো তখন থেকে আর দুজনের মধ্যে সেই ভালোবাসা ছিল না। অবশ্য এই বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেও তার ভয়ে কিছুই করতে পারি নি।"

" আমি আসলে বলে বুঝাতে পারবো না, যে কেন ওর ভালো চাইতাম? এবং সেই আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ ছিল। সে আমাকে ও আমার সন্তারদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে,

এটাও জানি এখনো করার চেষ্টা করছে। আর আমি হয়তো অনেক সহ্য করেছি কারন আমাকে এক সময় আমার আস্থা ও নিরাপত্তা দিয়েছিলো তাই।“

“আসলে অনেকটা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে কষ্টে জীবন যাপন করার। আর এভাবে আমি কখনো বুঝতামও না জীবনের ভালো সময় কখন বা ভালোবাসা জিনিসটাই বা কেমন”

“ আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম কারন আমি ওকে ভালোবাসতাম।এবং এক জীবনের ভালোবাসা ছিল। প্রথম প্রথম অনেক সুখী ছিলাম, আমাকে অনেক ভালোবাসত কিন্তু ধীরে ধীরে আর কিছুই পাচ্ছিলাম না। এক পর্যায় ও যখন আমাকে মারধর করতো আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, হয়তো আমকে ভালোবাসে বলেই আমাকে মারধর করে, কিন্তু না! পরে আমি এর বাস্তবতা উপলব্ধি করি”

“ আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভালোবাসার মানুষ ছিল ও। এমন অন্ধ ভালোবাসতাম যে আমাকে আঘাত করলে ওর দ্বারা প্রাপ্ত সেই আঘাত কেও ভালোবাসতাম। কিন্তু এখন এরকম একজন মানুষ চাই, যে আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসবে।“

“বারবারা নামে একটি মেয়ে সাদা কাগজে তার হৃদয়ের ছবি একে সেখানে দেখার চেষ্টা করে এখনো কি পরিমান জায়গা রয়েছে তার ভালোবাসার মানুষের জন্যে তার হৃদয়ে, কিন্তু না তার হৃদয়ে এখন আর বিন্দু পরিমান জায়গা নেই সেই মানুষ নামে পাষণ্ড ব্যক্তিটির জন্য”

উপরে বিভিন্ন মহিলার কথা ও অভিজ্ঞটা থেকে প্রায় এক ধরেনের বিষয় বার বার ফুটে উঠে। তবে ভালোবাসা সকলেরই প্রয়োজন! কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি এর উপসংহার সিহেবে ভালোবাসা মানে প্রতারণা এবং "ছদ্মবেশে প্রেম"।

কিন্তু কে বা বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে যে তার জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজন নেই? কে বা ভালোবাসা নিয়ে সপ্ন দেখে না? কারন প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রধান চাহিদা এই ভালোবাসা, যেমন মেয়েরা চায় তেমনি ছেলেরাও। যদি কারো মনে ভালোবাসা নিয়ে এখনো কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমদের পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া হাজারো কবিতা থেকে শুরু করে দার্শনিকদের রেখে যাওয়া বানী গুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

“আপনার যা দরকার তা হল ভালবাসা” (The Beatles)

“Ahimè, perché l'amore, di aspetto così gentile è poi, alla prova, così aspro e tiranno”

(William Shakspeare, Romeo e Giulietta)

ভালোবাসা এমন এক বিষয়, যে ভালোবেসেছে সেই কেবল বুঝে

উইলিয়াম সেকসপিয়ার, রোমিও জুলিয়েট

Ma l'amore non e' nel cuore, ma e' riconoscersi dall'odore. E non puo' esistere l'affetto senza un minimo di rispetto...” (Non è nel cuore, Eugenio Finardi)

“প্রেম কোন বাঁধা মানেনা। প্রেমে পরে মানুষ সবকিছু অতিক্রম করতে পারে।”

(Giovanni Soriano)

তাহলে কি বুঝ যায় সাধারণ প্রেম কি "ছদ্মবেশ প্রেম" থেকে আলাদা? যে প্রেম বা ভালোবাসা আমরা দেখি সেটিকি ছদ্মবেশধারণকারী ভালোবাসার কাছে হাঁর মানছে? তবে যাই হোক না কেন, আমাদের বিগত গবেষণা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদের মতে যেই ভালোবাসায় সহিংসতার আভাষ পাওয়া যায় সেই ভালোবাসার আকাল মৃত ছাড়া এর কোন ভালো পরিণতি এই পর্যন্ত দেখা মেলেনি।সহিংসতা বা নারী নির্যাতন কয়েক ধরণের হতে পারে। শারীরিক নারী নির্যাতন,মানসিক নারী নির্যাতন, দৈহিক নারী নির্যাতন ও অর্থের কারনে নারী নির্যাতন।উপরের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সকল সম্পর্কের শুরু অনেক মধুর ভাবে শুরু হলেও অনেকের সাথে এর শেষ কিন্তু সহিংসতা ও নানা ধরণের চারিত্রিক পরিবর্তনের কারনে আর সেই মধুর সম্পর্কটি দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেনা। আর আমাদের এই সংস্থা একজন নারিকে বুঝাতে সাহায্য করে কেন? একজন নারীর পক্ষে নারী নির্যাতন থেকে বেড়িয়ে আসা এতো কঠিন।

A cura della dr.a Sara Pretalli

"I DIRITTI DI CUI LE DONNE POSSONO AVVALERSI"

(7 Maggio 2013)

"নারীদের অধিকার ও হক"

(৭ মে ২০১৩)

একটি অনুকূল নিয়ন্ত্রণ কাঠামো:

গত ৩ বছরে আমাদের দেশে সহিংসতা বা নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা গুলোর কাছে অনেক ধরণের ঘটনা ফুটে উঠেছে। তার পরিপেক্ষিতে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের সদস্য বৃন্দ পারিবারিক সহিংসতা বা নারী নির্যাতন এর উপর একটি আইন উপস্থাপন করেন। যেটি ২০১১ সালের মে মাসের ১১ তারিখে "ইস্তানবুলে" স্বাক্ষরিত হয়।যেটি ইতালিতে তার দুই বছর পর ইতালিয়ান আইনের ৭৭ ধারায় ২৭ জুলাই ২০১৩ তে অনুমোদন পায়।

তবে এই সময়ের মধ্যে ইতালির নগরী Ginevra তে ২৫ জুন ২০১২ তে নারী নির্যাতনের উপর কাজ করা জাতিসংঘের বিশেষ দূত এর একটি গ্রুপ নারী নির্যাতন এর কারন ও ফলাফল নিয়ে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। এবং জাতিসংঘের বিশেষ দূত এর মধ্যে মানবাধিকার নিয়ে কাজ

করা দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যাপিকা এবং মহিলা উকিল Rashida Manjoo ১৫ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০১২ ইতালি প্রদর্শন করেন এবং ইতালিতে নারী নির্যাতন এর উপর স্থানীও নারী নির্যাতন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন তথ্য ও প্রমান সংগ্রহ করেন।এবং এই কয়দিনে তার কাছে বিভিন্ন তথ্য ফুটে উঠে। এর মধ্যে বিশেষ তথ্য গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, তার এই অনুসন্ধানে বেড়িয়ে আসে, যে ইতালিতে প্রতি তিনদিন অন্তর অন্তর একটি নারী খুন হচ্ছে তার স্বামী অথবা এক্স ভালোবাসার মানুষ দ্বারা।

এবং এই অনুসন্ধানে নারী নির্যাতন নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্টার এর বিশেষ কিছু রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে ইতালিয়ান সরকার ও সংসদ জ্ঞাপন ইতালিয়ান নারী নির্যাতন আইন আন্তর্জাতিক আইনের সাথে এক মত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হন নারীদের অধিকার আদায়ে।

এবং জাতিসংঘের সেই বিশেষ দূত দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যাপিকা এবং মহিলা উকিল Rashida Manjoo-র এই অনুসন্ধানের ১ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ইতালিতে নতুন সরকার ও সংসদ পুনর্গঠিত হয়।এবং নতুন সরকার ও সংসদ এসে নারী নির্যাতন নিয়ে আরও ব্যাপক ভাবে কিছু কার্যক্রম শুরু করে এবং সরকারী ভাবে ১৬ই মার্চ ২০১৩ তে ঘোষণা করেন " যে আজ থেকে ইতালিতে সকল ধরণের "ছদ্মবেশে প্রেমে" প্রতারিত নারী ও নারী নির্যাতন নিয়ে ইতালিয়ান সরকার, রাজনীতিবিদ ও সংসদ!! ইত্যাদি এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসবে" এই ঘোষণাটি করার কিছু দিনের মধ্যে ইতালির নগরী ভেনিস কমুনের নারী নির্যাতন সংস্থা এই ডাকে সাড়া দেন এবং নারীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।এবং নির্যাতিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে ও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার জন্যে ভেনিস কমুনি থেকে সেই সরকারের দায়িত্ববান মন্ত্রিবর্গের কাছে আর্থিক সাহায্য সংক্রান্ত, নির্যাতিত নারীদের থাকার ব্যবস্থা করা, কাজের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেন এবং সেই সুবাদে নির্যাতিত নারীদের সার্বিক সাহায্য সহযোগীটা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সেই ২০১৩ সালেই নারী নির্যাতনের উপর আইনের ধারা ৯৩ তে প্রতিস্থাপন করা হয়। এবং ভেনিস কমুনের সাথে সাথে ২০১৩-এর এপ্রিল মাসে ইতালির Veneto অঞ্চলের কমুনি ও এগিয়ে আসেন।

এগুলো হচ্ছে ইতালিতে আমাদের নারী নির্যাতন নিয়ে আইনগত কিছু তথ্য ও ধারা।

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীরা কি কি ধরণের অধিকার বা অগ্রাধিকার পেতে পারে?

উত্তরঃ নির্যাতিত নারীরা একজন সাধারণ নারীদের মতো সকল ধরণের অধিকার তাদের রয়েছে এবং এটা সব ধরণের নারীদের ক্ষেত্রেই সমান।

ক- যেমন নির্যাতিত সকল নারীর আর্থিক সাহায্য সহযোগীটা নারী নির্যাতন কেন্দ্র থেকে সমান ভাবে করে দেয়া।

খ- নির্যাতিত সকল নারীর আইনগত বিষয় গুলো নারী নির্যাতন কেন্দ্র থেকে যথাযথ ভাবে পর্যালোচনা করা।

গ- এবং সর্বোপরি নির্যাতিত সকল নারীর কাজের বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়াও নারী নির্যাতন কেন্দ্র থেকে যথাযথ ভাবে পর্যালোচনা করা।

তবে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে, নির্যাতিত নারীদের আইনি লড়াই বা প্রোটোকল বিষয় গুলো অভিজ্ঞ উকিল বা নারী নির্যাতন কেন্দ্রের মাধ্যমেই পরিচালনা করাতে হবে। যাতে করে সবাই তার ন্যায্য হক পেতে পারে।কারন একটি সুফল প্রোটোকল বা আইনি লড়াই একটি নির্যাতিত নারীর প্রকৃত হক আদায়ে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

A cura dell'avv. Chiara Santi

"LA DONNA E IL LAVORO"

(4 Giugno 2013)

"নারীদের কাজ সংক্রান্ত তথ্য"

(৪ জুন ২০১৩)

ইতালিয়ান মহিলা সমিতি বা এ্যাসোসিয়েশন থেকে একটি জরিপে দেখা যায় যে ইতালির শ্রম বাজারে ৪৬,৫% নারী কাজ করছেন যেখানে সমগ্র ইউরোপের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় ইতালিয়ান নারীরা ৬০% পিছিয়ে রয়েছে আর এই জরিপে বুঝা যায় যে বিশাল বড় একটি অংশ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কাজেই বলা যায় এই ক্ষেত্রে ইতালিয়ান নারীরা এই দিকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

আবার আদম শুমারির একটি জরিপে পাওয়া একটি তথ্যে দেখা যায় ২০০৯ সালে ইতালিতে ৯% বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে যা এবছরে প্রথম দিকে গিয়ে দারিয়েছে ১২.৮% এ। এবং এর মধ্যে দেখা যায় অনেকে নিজের ব্যবসা পরিচালনা, অন্যের অধীনে কাজ করা সহ বিভিন্ন পেশাদারী নারীরা রয়েছেন যারা ইতিমদ্ধে কাজ হারিয়েছেন বা ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এর মধ্যে ২৫ বছরের নিচে অনেকে রয়েছেন যারা কাজ হারিয়েছেন। আবার ৪০ থেকে ৪৫ বছরের অনেকে রয়েছেন যাদের পুনরায় কাজের ব্যবস্থা করা অনেক কঠিন হয়ে দারিয়েছে।

কাজেই দেখা যায় আজকে যারা কাজ হারিয়েছেন তারা নানা ভাবে বিশেষ করে মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। কারন আজকে আপনার কাজ না থাকার কারনে আপনার বাৎসরিক কোন আয় নেউ। আর বাৎসরিক আয় তথা রেদ্দিতো বা কুদ না থাকার কারনে আপনি আপনার নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। কারন আয় না থাকার কারনে আপনি আপনার খরচ চালাতে পারছেন না আপনার জীবন যাপন করতে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। আর এভাবে আপনি আপনার নিজের উপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন এবং এই বিষয়টি সত্যিই অনেক বড় একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

তবে এখানে আর একটি জরিপে দেখা যায় বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে নারীদের চাইতে পুরুষরা বেশি কাজ হারাচ্ছেন এবং দিনে দিনে পুরুষদের বেকারত্ব

বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীদের চাইতে অনেক গুন বেশি।আর একজন পুরুষ নারীদের চাইতে বেশি তার পরিবারের জন্য ভূমিকা পারন করে থাকে এবং পুরুষরা কিন্তু মানসিক ভাবে কখনই এর জন্য প্রস্তুত নয় যে এতদিন ধরে সে কাজ করে আসছে কিন্তু বর্তমানে তার কাজ নেই, যা একজন পুরুষের কাছে মেনে নেওয়া অনেক কঠিন একটি বিষয়, কেননা তার উপর নির্ভর করে তার স্ত্রী, তার পরিবারের সন্তান সহ অনেকেই।

আর এর ফলে কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে?

তাহলে আপনাদের কাছে পত্রিকার একটি খরব তুলে ধরতে হয় যে, কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় বলা হয় যে Estonia, Finlandia এবং Islanda তে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সবচাইতে বেশি পুরুষরা কাজ হারায় আর এর ফলে সেই সব দেশ গুলোতে গার্হস্থ্য সহিংসতা তথা নারী নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

তবে যাই হোক বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার এই পরিস্থিতিতেও কিন্তু আমাদের এখানে কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিশেষ করে নারীদের জন্য। কারন ইতালির নগরী ভেনিস কমুনির নারী বিভাগ সংস্থা নারীদের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে থাকে যেমন কাজ সংক্রান্ত কিছু সংস্থার গ্রুপের সাথে মিটিং এর ব্যবস্থা করা এভাবে যারা কাজ হারিয়েছে তারা নিজেদের বিভিন্ন বিষয় সেখানে তুলে ধরতে পারে, সাথে অন্যান্যদের কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়া ইত্যাদি বিষয় গুলো নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

এভাবে ভেনিস কমুনির নারী বিভাগের কাজ সংক্রান্ত সংস্থা ২০১২ সালে ২৫১ টি তথ্য মূলক ও বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা বা ইন্তারভিউ এর ব্যবস্থা করেছে এবং ১৩৯ টির মতো নারীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিস্তারিত পরামর্শের ব্যবস্থা করেছে। যার মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল। এরকম অবস্থায় কিভাবে আমি এই সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি?

যেখানে বিভিন্ন পেশাদারী পরামর্শদাতা, পেশাদারী শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ "সাইকোলজিক্যাল" তথা মনোরোগবিদ বা মনস্তত্ত্ববিদের উপস্থিতিতে নারীদের পথ দেখানো হয়ে থাকে। যাতে করে তারা আবার পুনরায় শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারে। এবং সেখানে বিভিন্ন নারীদের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে কে কিভাবে কি করলে তার জন্য ভালো হয় সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়। যেমনঃ আমি এই মুহূর্তে আমার যোগ্যতা দ্বারা কি করতে পারি? বা আমি কি ধরনের কাজ করতে পারি বা আমার জন্য কোন ধরণের কাজ অনুসন্ধান করা সঠিক হবে? আবার আপনি যদি একজন বিদেশি হন তাহলেই বা আপনার জন্য কি করা সঠিক হবে? কি ধরণের কাজের কন্ট্রাক্ট আপনার জন্য ঠিক হবে? কারন একজন বিদেশি হিসেবে ইতালিতে লিগ্যাল ভাবে থাকার জন্য আপনার ইতালিয়ান পেরমেসসো দি সৌজর্ন্য নবায়ন করার একটি বিষয় রয়েছে।তাই এর জন্য কি ধরণের কন্ট্রাক্ট প্রয়োজন? এবং এখানে তারা আপনাকে এরকম সব ধরণের পথ ঘাট দেখিয়ে দিবে যাতে করে আপনি নিজে নিজে কাজ খুঁজে পেতে পারেন? তারা আপনাকে শেখাবে কিভাবে আপনি আপনার জন্য একটি সঠিক পরিকল্পনা গড়ে তুলবেন? আপনার প্লান তৈরিতে সাহায্য করবে, কিভাবে আপনি মোভ করবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সর্বোপরি আপনি আপনার লক্ষে পৌঁছোতে পারেন।

A cura della dr.a Raffaella Toniolo

এই আইনকে আমরা সাধারনত তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি। বিভাগ এ,বি, সি। এর প্রথম বিভাগে হলো নির্যাতন, এবং আইনি অপরাধী, এবং আধুনিক সংস্থা। আধুনিক সংস্থা (বিভাগ সি) আর দুই বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এমন আরো কিছু আইন রয়েছে। যেগুলো আমাদের জানার প্রয়োজন আছে যেমন (পারিবারিক,আর্থিক, বাচ্চাদের ইত্যাদি)। এ আইন কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যেমন (আইনি অধিকার, ভোটের অধিকার)। আমাদের বেতন,ছুটি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মাস্যিম আনটনিও বলেন আরো অনেক নিয়ম কানুন রয়েছে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে যেমন বেতনের হক, নিরাপত্তা,এবং ব্যাক্তিত্ব বজায় রেখে কাজের নিয়ম। এই একই আইন নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নারীদের জন্য কাজের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার। এখন আমরা জেনে নেই কোন আইন নিয়ে আমরা কথা বলছি?

সবার আগে সংবিধান।

আরটিকেল ১: ইতালী একটি গনতান্ত্রিক দেশ।

আরটিকেল ৩: আইন সবার জন্য সমান। নারী.পুরুষ,ধর্ম,বর্ণ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা সব কিছুই সমান।

সবার জন্যই কাজের অধিকার সমান। ৩৫-৪৭ নিবেদিত সামাজিক সহায়তা করার অধিকার, সমিতির অধিকার, অর্থনৈতিক উদ্যোক,নারী-পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার।

সংবিধানের প্রথমভাগে কর্মসূচি নিবন্ধন হয়। অবিলম্বে বাধ্যতামূলক আইন হিসেবে অনুমোদিত। উদাহরনস্বরুপ ৩ থেকে ৩৭ বাস্তব সমতা, সমান সুযোগ এবং ইতিবাচক কর্ম এবং বিধানিক কর্ম শুরু করে।

এই আইন সবার জন্যই বদ্ধপরিকর, কিন্তু মহিলাদের জন্য এর সুবিধা অনেক বেশী। এই ভেডেকোম বইয়ের মধ্য দিয়ে তার সঠিক বর্ণনা করা হবে গভীরভাবে। নিচে এর কিছু আইনী ধারা বর্ণিত হল:

আইন নং:৭/১৯৭৬ বিয়ের কারনে কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবেনা।

আইন নং:৩০০/১৯৭০ এই আইনী ধারায় জারী করা হয়েছে যে কাউকে মনোমালিন্য কিংবা প্রেগন্যান্সির কারনে কাজ থেকে বাতিল করা যাবেনা।

আইন নং:১২০৪/১৯৭১ মায়ের জন্য কাজ।

আইন নং:৫৪৬/১৯৮৭ নারী/পুরুষের সম অধিকারের কাজ।

আইন নং:৫৪৬/১৯৮৮ মায়ের সুবিধা অনুসারে কাজের সুবিধা।

আইন নং:৩৭৯/১৯৯০ মায়ের স্বাধীন কাজের অধিকার।

১২৫/১৯৯১ বাবা কিংবা মাদের সঠিক বেতন এবং ছুটির সঠিক আইন প্রনয়ন।

আইনী ধারা ২১৫/২০০৩ কাজের যায়গায় কাউকে অপমান করা যাবেনা।

সি বিভাগে কাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করে। যেমন মহিলাদের জন্য, যারা একটু দুর্বল, যা রা কাজের আইন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানেনা তাদের জন্য। যেমন যাদের নাগরিক কার্ড নেই কিন্তু তারা কাজ করে কোনও কন্টাক ছাড়া। তাদের বেতনও সঠিকভাবে দেয়না এবং দুঃখজনকভাবে এটা সত্যি যে দৈহিকভাবে অপদস্থ হচ্ছে। আমরা তাদের জন্য সঠিক আইনের প্রয়োগ ঘটাতে চাই। আমাদের কাছে তাদের জন্য রয়েছে অনেক সুবিধা।

পাবলিক অফিস:কাজের পরিদর্শন Inps

প্রাইভেট, এসোসিয়েশন,সিনডাকাটি, পাটারনাটি, বিরোধ অফিস, কাফ ইত্যাদি অফিসের সার্ভিসগুলো সম্পূর্নরুপে ফ্রি করাবো আপনাদের জন্য।

"LA VIOLENZA DOMESTICA"

(24 Settembre 2013)

" ***পারিবারিক নারী নির্যাতন***"

(২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

সাধারণত একজন নারী যে সকল নির্যাতন এর শিকার হয় বা সহ্য করে, তার মধ্যে অনেক ধরণের নির্যাতন লক্ষ্য করা যায়। যেমন হতে পারে পারিবারিক বা স্বামী দ্বারা। তবে সাধারণ যেগুলো বেশি লক্ষ্য করা যায়

তার মদ্ধে রয়েছে (শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, নৈতিক নির্যাতন সহ যৌন নির্যাতন উল্লেখ যোগ্য) এবং অনেক সময় নারীদের সাথে সাথে তার সন্তান্দের উপর নানা রকম নির্যাতন ও লক্ষ্য করা যায়।

তবে পারিবারিক নারী নির্যাতন বা violenza domestica সম্পর্কে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল এর ৭৭/২০১৩ তম আইনে বলা হয়েছে যে, তাদের মতে পারিবারিক নারী নির্যাতন এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন এবং আর্থনৈতিক নির্যাতন যা একজন নারীর সাথে ঘটে থাকে তার স্বামীর পরিবারের লোক দ্বারা বা পরিবারের মধ্যে যাদের সাথে সে বসবাস করে তাদের দ্বারা।এবং এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারের ইচ্ছার উপর একজন নারীকে বিয়ের মাধ্যমে সপে দেওয়া হয় কোন একটি পরিবারের কাছে।

ইতালির আর একটি আইনের ধারা ১৫৪/২০০১ এ বলা হয়েছেঃ পারিবারিক নারী নির্যাতন দেওয়ানি ও ফৌজদারি এই দুই ধরণের আইনের মদ্ধেই পরে।এবং এই ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারীকে নির্যাতনের বিষয়টি প্রমান করাতে পারলেই তার পক্ষ হয়ে তার স্বামী বা তার উপর নির্যাতন কারীদের উপর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।আবার 282 *bis* c.p.p.* (*nota 1*) এই আর্টিকেলে উল্লেখ রয়েছে যে পরিবার থেকে দূরে থাকা এবং 282 *bis* c.c. তম আর্টিকেলে বলা হয়েছে যে নির্যাতিত নারিকে পরিবার থেকে দ্রুত দূরে সরিয়ে নেওয়া তার জীবন,স্বাস্থ্য এবং স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সহ এমনকি তার স্বামীর কাছ থেকে বা পরিবারের কাছ থেকে জরিমানা স্বরূপ চেক দ্বারা ভরণ পোষণ এর ব্যবস্থা করা হবে ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে এই আর্টিকেলটিতে।

আবার ১১/০৫/২০১১ সালে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল দ্বারা "ইন্তানবুলে" নারী নির্যাতন এর উপর যে আইনটি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার 384 *bis* c.p.p. তম আর্টিকেলে বলা হয়েছে যদি কোন নারীর উপর পারিবারিক নির্যাতন করা হয় এবং সেই নারীর তার পরিবারের সাথে বসবাস করায় জীবনের ঝুঁকি থাকে? সেই ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারীকে পুলিসি সহযোগীটায় দ্রুত সেই পরিবার থেকে আলাদা করে ফেলা হবে এবং তার হক আদায়ে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিল দ্বারা সর্বশেষ আইন এর n. 172/2012 তম ধারা তে শিশু নির্যাতন বা শিশুদের উপর যৌন হয়রানী নিয়ে কিছু আইন থাকলেও ইতালিতে সেই আইনটি আরও কঠোর ভাবে তৈরি করা হয় যেমন 572 c.p.p তম আর্টিকেলে স্পট করে বলা হয়েছে যে, পরিবার দ্বারা শিশু নির্যাতন বা শিশুদের উপর যৌন হয়রানী সংক্রান্ত বিষয়ে আপরাধিকে সরাসরি গ্রেপ্তার করে হাজতে ভরা হবে সহ ইত্যাদি কিছু বিষয় রয়েছে যেটি তম n. 119/2013 আইনের ধারায় রয়েছে।

(*নোট ১: ফৌজদারী আইনের কার্যবিধি সম্পর্কে ধারণা)

A cura dell'avv. Annamaria Marin

"AFFIDO CONDIVISO: PERCHE'SI, PERCHE' NO"

(8 Ottobre 2013)

"সন্তানদের ভাগাভাগি: করানো ও না করানো সংক্রান্ত"

(৮ অক্টোবর ২০১৩)

যে সকল নির্যাতিত নারী আমাদের নারী নির্যাতন কেন্দ্রে আসে তারা এখানে এসে পেশাদারী ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সাহায্য পেয়ে থাকে।যারা ইতিমধ্যে নারী নির্যাতন নিয়ে অনেক ধরণের কেস লড়েছে এবং জয়যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য একজন নির্যাতিত নারী যখন আমাদের কাছে আসে তখন তারা নানা রকম দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে, আর তাই আমাদের অভিজ্ঞ আইনজীবীরা ওদের সাথে সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে আলাপ আলোচনা করার মাধ্যমে তার জন্য পরিপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে এবং এখানে এই বিষয় টির উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয় যে নির্যাতিত নারী কি তার জীবনে কোন প্রকার ভুল করতে যাচ্ছে না সঠিক পথ বেঁছে নিচ্ছে, আবার তার সন্তানন্দের কথাও ভালো করে বিবেচনা করে দেখা হয়। এবং এই নারী নির্যাতন কেন্দে যারা আসে তারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে অভিজ্ঞ সকলের পরামর্শ সহ সকল ধরণের সেবা গ্রহন করতে পারে।একটি বিষয় না বললেই নয় এখানে ২৫০ ধরনের বিভিন্ন বিভাগের আইনজীবী ও আইনের কর্মকর্তা গণ প্রতি বছর বিভিন্ন সেবা দিয়ে আসছে, তবে এটা নির্ভর করে যার যার সমস্যার উপর, তার মানে আপনি আপনার চাহিদা মতো এখানে এই ২৫০ টি অভিজ্ঞ আইনের কর্মকর্তা দের সাথে আপনার ভালো মন্দ বিস্তারিত শেয়ার করে ভালো ফলাফল পেতে পারছেন। আর এই নারী নির্যাতন কেন্দ্রে আসা ৮০% মহিলারা আসেন যাদের সন্তান রয়েছে, তাই এখানে আমাদের অভিজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে সন্তান্দের ভবিষ্যৎ ভেবেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও আমাদের আইনজীবীদের প্রতিটি বিভাগ প্রতি সপ্তাহে সেবা দিয়ে থাকে।

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

RIFERIMENTI NORMATIVI :

এই সংক্রান্ত আইনের আর্টিকেল গুলোঃ

* Art.29 e 30 সংবিধান,

* art.336 bis c.c.* (নোট ২) বাচ্চাদের সাথে আলাপ আলোচনা করা,

* art.315 bis c.c. বাচ্চাদের অধিকার ও হক, art.316 c.c অভিভাবকের দায়িত্ব,

* art.316 bic c.c. বিবাহ বিচ্ছেদ এর আগে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা,

* art. 317 c.c. দুই পক্ষের কথোপকথন শুনা,

* art. 317 bis c.c. আরোহীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক,

* art.337 bis c.c. উদ্দেশ্য বা সুযোগ বুঝে আবেদন করা,

* art. 337 ter c.c. বাচ্চাদের কথা বিবেচনা করে যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া,

* art.337 quater c.c. বাচ্চাদের ভাগাভাগির সময় একজন অথবা দুইজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগাভাগি করা,

* art.337 quinquies c.c. বাচ্চাদের ভাগাভাগির বিষয়টি বিধান অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করা,

* art. 337 sexies c.c. বাচ্চাদের থাকার ব্যবস্থা প্রয়োজনে পরিবারের সাথে অথবা অন্য কোথাও ব্যবস্থা করা,

* art. 337 septies c.c. প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানন্দের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া,

* art.337 octies নাবালক সন্তান্দের ক্ষেত্রে বিচারক দ্বারা ওদের মনের কথা শুনা।

মনে রাখা ভালো যে ইতালিতে এই আইনগুলোর মধ্যে অনেক কিছু ১৯৪২ সালের তৈরি হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৯শে- মে তে ১৫১ তম ও ২৪০ তম আইনে কিছু পরিবর্তন আনা হয় যাতে করে নির্যাতিত নারীদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক অনেক ধরণের ভূমিকা রক্ষা করা যায়।আবার সেখানে স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করার একটি আইন n. 898 del 1970 তম আইনের অধীনে পরে যেটা আগে অন্য রকম ছিল।

আবার ২০০৬ সালে নতুন ৫৪ তম আইনের ধারা নামক একটি আইন করা হয় বিচ্ছেদ কৃত পরিবারের সন্তান্দের ভাগাভাগি সংক্রান্ত। এবং তার পর আবার ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তে ২১৯ তম আইনের ধারা নামক একটি আইন করা হয় যেখানে সন্তান দের নিয়ে ঘাটাঘাটি করে দেখা হয় যে

সন্তান বিবাহের পরে জন্ম নিয়েছে না বিবাহের আগে জন্ম নিয়েছে, এবং এই আইনটি সন্তান ভাগাভাগির সময় অনেক বড় ভূমিকা পালন করে, কেননা এতে বিবেচনা করে দেখা হয় সন্তান বিবাহের আগে না পরে জন্ম হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এই সকল আইন থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করার সময় পিতা মাতা উভয়কে সন্তান্দের ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করে আইনের মাদ্ধমে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেই মোতাবেক সন্তানের নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ভরণপোষণ করা লাগতে পারে পিতা মাতার।

(*নোট ২: ফৌজদারী আইনের কার্যবিধি সম্পর্কে ধারণা)

A cura dell'avv. Margherita Salzer

***

LEGISLAZIONE

আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থাঃ

সংবিধান: ২৯ তম আর্টিকেলে পরিবারের অধিকার এবং স্বামীর নৈতিক ও আইনগত বিষয় বিবেচনা করে দেখা হয়, এবং ৩০ তম আর্টিকেলে সন্দানন্দের জীবনযাপন, থাকাখাওয়া, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে পিতামাতার দায়িত্ব বিবেচনা করে দেখা হয়।

<u>ফৌজদারী আইনের বই আই(I)</u>

বিবাহঃ আর্টিকেল ১৪৩-১৪৭ স্বামীর হক ও করনীয়

বিবাহ বিচ্ছেদঃ আর্টিকেল ১৪৯/১৫১-১৫৫

অভিভাবকের দায়িত্বঃ আর্টিকেল ৩১৫-৩১৫ bis-৩১৬-৩১৬ bis-৩৩৭ bis/৩৩৭ octies

আইনের ধারা ৮৯৮/১৯৭৫: বিবাহ ভঙ্গ

আইনের ধারা ৫৪/২০০৬: সন্তান ভাগাভাগি

আইনের ধারা ২১৯/20১২: সন্তানদের জন্ম বিবাহের আগে না পরে হয়েছিলো

আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থার ১৫৪/২০১৩ তম ধারাকে ০৭/০২/২০১৪ তে পরিবর্তন করা হয় যেখানে ১১৫ (bis) কে পরিবর্তন করে ১১৫ (sexies) এ রূপান্তরিত করা হয় এবং ৩৩৭ (bis) কে পরিবর্তন করে ৩৩৭ (Octis) এ রূপান্তরিত করা হয়। যার মূল বিষয় বিবাহ বিচ্ছদ হওয়ার পর যাতে করে সবাই সমান হক পায়। যেমন অনেক সময় দেখা যায় স্বামী প্রভাবশালী এবং জোর

করে সন্তানকে নিজের কাছে রেখে দিতে চায় বা স্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ইত্যাদি বিষয় জেনো করার সাহস না পায় বা করলে তার উপর আলাদা আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ইত্যাদি।

অভিভাবকের দায়িত্বঃ বিচ্ছেদ এর পর সন্তান্দের প্রতি অভিভাবকের বিশেষ কিছু গুরু দায়িত্ব রয়েছে যেমন (রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং নৈতিক সহায়তা) এবং এই বিষয় গুলো নির্দিষ্ট কমুনে থেকেই বিবাহ বিচ্ছেদ এর সময় ভাগ করে দেওয়া হয়।

সমস্যাঃ যখন পিতামাতার বিচ্ছেদ হয় তখন সন্তান কার সাথে থাকবে? কে এর দায়িত্ব পালন করবে? বা কার সাথে সন্তান থাকবে?

উভয় পক্ষের সাথে সন্তান থাকা শেয়ার সম্পর্কেঃ ইতালিতে বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন ৫৪/২০০৬ এ দুইটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া রয়েছে।

ক- হতে পারে সন্তানের দায়িত্ব পিতা মাতা উভয়ের উপর ভাগ করে দিয়ে দেওয়া।

খ- উভয় পক্ষকেই সন্তারের শিক্ষা তথা সকল খরচ ভাগ করে দেওয়া।

গ- চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিচারক কে অবশ্যই সন্তান্দের মনের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এক পক্ষের সাথে সন্তান থাকা শেয়ার সম্পর্কেঃ এই ক্ষেত্রে সন্তানের সকল দায়িত্ব যেকোনো একজনের উপর সোপে দেওয়া হয়। তবে অবশ্যই বিষয়টি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হবে যে স্বামী বা স্ত্রীর যেকোনো একজনের সন্তান্দের প্রতি কোন চাহিদা নেই বা তাদের মধ্যে কেউ একজন সন্তান্দের দায়িত্ব নিতে চাঁচ্ছে না। এর কারন হিসেবে দেখা যায় স্বামী বা স্ত্রীর এক্স পার্টনার রয়েছে তাই তাদের মধ্যে কেউ একজন এই দায়িত্ব নিতে আগ্রহী না। যাই হক তবে এর জন্য বিবাহ চুক্তি বা বিচ্ছেদ কৃত পিতামাতার মধ্যে লিখিত চুক্তি হতে হবে। আবার দুইজনের মধ্যে কেউ যদি সন্তানের সাথে খারাপ ব্যবহার করা বা সন্তান্দের সাথে পরিপূর্ণ সময় না দেয়া ইত্যাদি করে থাকে তাহলে তারা সন্তানের দায়িত্ব পাওয়ার মর্যাদা হারাবেন। আবার এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আর্থিক বিষয় বিবেচনা করেও দেখা হবে যে তারা সন্তানের ভরণ পোষণ করার মতো পর্যাপ্ত পরিমানে আয় করছে কিনা?

A cura dell’avv. Francesca Maggiolo

“MATRIMONI CONTRATTI ALL’ESTERO E CONVIVENZE IN ITALIA: NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

(12 Novembre 2013)

“ইতালির বাহিরে বিয়ে কিন্তু বর্তমানে ইতালিতে জীবনযাপনঃ এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন বিধি”

(১২ নভেম্বর ২০১৩)

নারী নির্যাতনের বীরুধে জাতিসংঘের দিবসঃ

ইতালির নগরী ভেনিসে ভেনিস কোমুনে থেকে "Novembre Donna" নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২৫ নভেম্বর এর দিকে, যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি নভেম্বর মাসে করা হয় তাই এর নাম দেওয়া হয় “নভেম্বর নারী” এবং একী সাথে একে নারী নির্যাতনের বীরুধে জাতিসংঘের দিবস হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বিশেষ করে নারী নির্যাতন নিয়ে ইতিমধ্যে ইস্তানবুলে যত গুলো সেমিনার করা হয়েছে তার মধ্যে যেসব আইন গুলো সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিলো যেমন ধারা ১১৯ – ২০১৩ সালের এবং ইতালির নগরী Veneto তে প্রচলিত আইনের ধারা ৫- ২০১৩ সালের ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়।

এবং এই ধরণের ইভেন্ট গুলোর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠে যেমন সেখানে দেখা যায় ২০১৩ তে অনেক ধরের নারী নির্যাতনের ঘটনায় অনেক নারী মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও মৃত্য বরণ করছে। যা ইতালির নগরী ভেনিসে অবস্থিত টিভি চ্যানেল RAI এর এর মাধ্যমে জানা যায়।

সেই সভায় ভেনিস কোমুনে অনেক বড় ধরণের ভূমিকা পালন করে এবং সেখানে জাতিসংঘের অনেকের উপস্থিতিতে সেই নভেম্বর মাসের ২৫ তারিখে এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয় মূলত “Mirable” নামে তিন বোনের উপর সম্মান দেখানোর জন্য” কারন তিন বোন কে ১৯৬০ সালের ২৫ নভেম্বরে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও খুন করা হয়। আর তাই তাদের এই গল্প সম্পূর্ণ দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা হয়। সেই তিন বোনের একমাত্র ছোট বোন শুধুমাত্র জীবিত ছিল। কারন ওরা মোট চার বোন ছিল আর চার বোনের তিন বোনকে খুন করা হয়। আর তাই সেই মৃত বোনদের নিয়ে অনেক ধরণের সংগ্রাম ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়। সেই তিন বোনের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করে রাখার জন্য Julia Alvares দ্বারা একটি বই লেখা হয়েছে যার নাম "Il tempo delle farfalle" এবং ওদের নাম ছিল Las mariposas । তিন বোন তাদের স্বামীদের সাথে দেখা করতে

যায়, যারা Trujillo সৈন্য দ্বারা বন্দী ছিল এবং অনেক বছর ধরে ওদের সাথে ওদের স্ত্রীদের দেখা করতে দিতো না এবং সেই বারেও করতে দেয়নি। কিন্তু হঠাট করে একদিন স্বামীদের সাথে দেখা করার অনুমতি মিলে তবে সেটা আসলে সত্যি ছিলোনা সেটা ওদের ফাঁসানোর জন্য একটি ফাঁদ ছিল। ওরা কারাগারে ওদের স্বামীদের সাথে দেখা করতে গেলে সেখান থেকে আর জীবিত ফেরত আসে নি, ওদের পরিবারের কাছে ওদের মৃত দেহ পৌঁছে দেওয়া হয় যেখানে ওদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ ইত্যাদি অত্যাচারের প্রমান পাওয়া যায়। কিন্তু পরে এই বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে সরকার এটাকে একটি এক্সিডেন্ট বলে চালিয়ে দেয়। আর তাই জাতিসংঘ থেকে ১৯৯৮ সালে এই ২৫ নভেম্বর কে নারী নির্যাতনের প্রতিক হিসেবে ঘোষণা করেন যা সম্পূর্ণ বিশ্ব নারী নির্যাতন দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

Norme di riferimento :

এই বিষয়ে যে আইন গুলো রয়েছেঃ

* ফৌজদারি আইনের আর্টিকেল ৩ "ইতালির ফৌজদারি আইনের আর্টিকেল ৩ এ বলা হয়েছে সকল ধরণের প্রবাসী যারা ইতালিতে বসবাস করে তাদের সবার জন্য নারী নির্যাতনের উপর আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবস্থা নেওয়া বাধ্যতামূলক।

হতে পারে আপনি একজন প্রবাসী কিন্তু বর্তমানে পরিবার নিয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে ইতালিতে রয়েছেন, তাহলে আপনার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

* articolo 330 c.c. শিশুদের জন্য পিতামাতার দায়িত্ব বাজেয়াপ্তকরণ;

* articolo 333 c.c. শিশুদের প্রতি পিতা মাতার ক্ষতিকর আচার আচরণ সম্পর্কে যাচাই;

* আইনের ২১৮ তম ধারা যেটি ৩১ শে মে ১৯৯৫ তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থান রত সকল দেশের অভিবাসীদের এই সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের ধারায় বিবেচনা করা হবে।আবার যদি আপনি বা আপনার পরিবার ইতালিয়ান রেসিদেন্স ধারী হয় সেই ক্ষেত্রে।

বিচারক সেই বিষয় নির্ধারণের জন্য বিচার্য বিষয়ঃ

১- স্বামী/স্ত্রীর বসবাস স্থান বা রেসিদেন্স,

২- স্বামী/স্ত্রীর বর্তমান বসবাসের স্থান বা রেসিডেন্স এবং এখনো সেই ঠিকানায় বসবাস করছে কি না,

৩- নির্যাতন কারী বা অপরাধীর বসবাসের স্থান/ঠিকানা বা রেসিডেন্স,

৪- স্বামী/স্ত্রীর বর্তমান বসবাসের স্থান বা রেসিডেন্সের ঠিকানায় অন্য কাউর জন্য আবেদন করেছি কি না,

৫- এবং উক্ত আবেদন কারী সেই ঠিকানায় এক বছরের মতো অবস্থান করেছে কি না,

৬- স্বামী/স্ত্রীর জাতীয়তা,

সর্বোপরি এই বিষয় গুলো উকিল দ্বারা ভালো করে যাচাই বাচাই করে দেখা হবে। এবং পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার পর এই বিষয়ের উপর বিচারক তাদের রায় ঘোষণা করবেন।

A cura di avv. Margherita Salzer

"LA VIOLENZA SULLE DONNE: COS'E' COSA PUOI FARE A CHI TI PUOI RIVOLGERE"

(3 Dicembre 2013)

" নারী নির্যাতন কি? একজন নির্যাতিত নারীর করনীয় বিষয়? এবং নির্যাতিত নারী কোথায় গিয়ে তাদের অধিকার আদায় করতে পারবে? "

(৩ ডিসেম্বর ২০১৩ *)*

আসলে নারী নির্যাতন অনেক ধরণের হয়ে থাকে উপরে এই বিষয় নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, তবুও আমরা এখানে আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি, সাধারণত নারীরা কয়েক ভাবে নির্যাতিত হয়ে থেকে, পারিবারিক নির্যাতন, শারীরিক বা যৌন নির্যাতন, মানসিক ভাবে নির্যাতিত সহ আর্থিক ভাবে নির্যাতিত হতে দেখা যায়। এবং নারী নির্যাতনের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই, মানে সকল বয়সের নারীদের বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হতে দেখা যায় এবং এটা শুধু ইতালিতে নয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে নারীরা বিভিন্ন ভাবে পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে, আবার অনেক সময় এমন ও কিছু ঘটনার নজীর রয়েছে যে, নিজের আপন সন্তানও পিতা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। কাজেই একজন নির্যাতিত নারী যখন নির্যাতিত হয় তখন একমাত্র সেই বুঝতে পারে এর নির্যাতিত হওয়া যে

কতোটা বেদনাদায়ক। আর তাই একজন নির্যাতিত নারীর প্রধান কাজ চুপ চাপ নির্যাতন সহ্য না করে এর প্রতীবাদ করা।

একজন নির্যাতিত নারীর এমন পরিস্থিতিতে কি করা উচিত?

কখনোই মনে করবেন না যে আপনি এর প্রতীবাদ করতে গিয়ে ভুল করছেন। কারন একজন নির্যাতিত নারী হিসেবে আপনাকেই আপনার হক আদায়ে এগিয়ে আসতে হবে বা এর প্রতীবাদে অংশগ্রহণ করে আপনার অন্ধকার জীবন থেকে বেড়িয়ে আলোর পথে অগ্রসর হতে হবে।

কখনোই নিজেকে একা বলে মনে করবেন না। মনে রাখবেন আপনার মতো আরও অনেক নারী ইতিমধ্যে এই অন্ধকার জীবন থেকে বেড়িয়ে এসেছে এবং বর্তমানে সুন্দর একটি জীবন যাপন করছে।তাই আপনাকেই আপনার এই অন্ধকার জীবন থেকে আলোর পথে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।

মনে রাখবেন এখানে লজ্জা পাওয়ার কোন কিছুই নেই। যখনই বুঝতে পারবেন আপনার সাথে এরকম কোন কিছু ঘটতে যাচ্ছে তখনি আপনি আপনার কাছের কাউকে বা সরাসরি আপনার নিকটস্থ ভরসা করার মতো নারী নির্যাতন কেন্দ্রে চলে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

কখনোই ভয়ের বসে পরে কোন উদ্যোগ নিতে পিচপা হবেন না। এবং নিজের আবেক কে প্রশ্ন করুন! দেখবেন আপনার আবেক আপনাকে সাহায্য করবে এই পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসতে এবং কখনোই আপনার স্বামীর ভয়েও নিজের উপর অত্যাচার চোখ বুজে সহ্য করবেন না। মনে রাখবেন এখানে শুধু আপনি নন আপনার সাথে সাথে আপনার সন্তানদেরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কারন আজ আপনার উপর আপনার স্বামীর শারীরিক নির্যাতন ও খারাপ আচরণ আপনার সন্তান্দের উপর অনেক বড় ধরণের মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে যা আপনার চাইতে বেশি ওদের প্রভাভিত করছে, যা ওদের ভবিষ্যৎ এর জন্য মোটেও ভালো কোন লক্ষন নয়। এবং এই বিষয়টি আপনাকেই চিন্তা করে দেখতে হবে।

মনে রাখবেন আপনার নিস্তব্ধতা ধীরে ধীরে বিপদ ডেকে আনছে।আজ আপনি কিছু না করে বসে থাকবেন এবং এর পরিণতি কিন্তু অনেক ভয়াবহ রূপ নিয়ে আপনার সামনে আসতে পারে। কেননা এখন এই নির্যাতন একটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু ধীরে ধীরে এটি অনেক ভয়াবহ রুপ নিতে পারে। কাজেই প্রথম প্রথম বিষয়টি ভালো করে লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিজে নিজেই এর সমাধান করার চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উপযুক্ত মানুষের সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু যখনি বুঝতে

পারবেন এটি সীমানা ছারিয়ে যাচ্ছে বা পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে তখন আর চুপ করে বসে না থেকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন।

A cura della dr.a Sara Pretalli

***

আমদের অভিজ্ঞটা থেকে দেখা যায় এখনো অনেক নির্যাতিত নারী নিজের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে রয়েছে এবং তারা অত্তাচারির উপর কোন পদক্ষেপ বা মামলা করতে পারছেন না। এর কারন হিসেবে দেখা যায়, লজ্জার বসে পরে, শিক্ষা, নেতিবাচক উপলব্ধি, নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, পরিবার এবং সামাজিক প্রভাব, পরিপূর্ণ তথ্যের অভাব এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিশেষ করে সন্তান্দের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ও ন্যায়বিচার এর উপর আস্থার অভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কারনে তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন নির্যাতিত নারীর অন্যায়ের বীরুধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে পারিবারিক দিক থেকে বিভিন্ন চাপের মুখে পড়তে হয় যেমন মানসিক, আর্থিক ইত্যাদি বিষয়ের কারনে তারা আপরাদকারির বীরুধে মামলা করতে ভয় পান। এবং সবচাইতে বড় সমস্যা হল সে একদম একা হয়ে পরে মামলা করার পর থেকে।

তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে এখানে আপনাকে সকল ধরণের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সকল ধরণের সাহায্য ও সহযোগীটা করা হবে। বিশেষ করে নারী নির্যাতনের উপরে যত ধরণের আইন ও আইনের ধারা রয়েছে এবং সকল ধরণের (পুলিশ, বিচার বিভাগীয় অফিস, প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ, প্রসিকিউটর, বিচারক, প্রতিবাদী এবং তার প্রতিরক্ষার পরামর্শ, আহত সক্রান্ত এবং সর্বোপরি ফৌজদারি আদালত ও দেওয়ানি আদালতের আইন সহ শিশুদের আদালত সংক্রান্ত) তথ্য দিয়ে সাহায্য করা হবে।

A cura dell’avv. Annamaria Marin

“LE SEPARAZIONI CONFLITTUALI E LO STALKING”

(14 Gennaio 2014)

“আলাদা হওয়ার লড়াই সংক্রান্ত”

(১৪ জানুয়ারী ২০১৪)

বিচ্ছেদ-তালাক সংক্রান্ত আইনঃ

দেওয়ানি আইনের বই (I) তে যা যা রয়েছে?

বিবাহ: আর্টিকেল ১৪৩- ১৪৭ তে স্বামী/স্ত্রীর করনীয় ও অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বিচ্ছেদ বা তালাক: আর্টিকেল ১৪৯/১৫১-১৫৫ তে এই বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে।

অভিভাবকদের দায়িত্ব: আর্টিকেল 315-315 bis- ৩১৬-৩১৬ bis- ৩১৭ bis/৩৩৭ octis এ অভিভাবকের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছে।

আইনের ধারা ৮৯৮/১৯৭৫: তে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছে।

আইনের ধারা ৫৪/২০০৬: সন্তান্দের ভাগাভাগি সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছে।

<u>ব্যক্তিগতভাবে আলাদা হওয়া বা সেপারেসনঃ</u> এই ক্ষেত্রে উক্ত দম্পতিকে মামলার সাহায্যে আদালতের সামনে তাদের ব্যক্তিগতভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।এবং আইন মোতাবেক এই মামলার পিছনে যে সকল খরচ হবে তার ব্যয় বহন করতে হবে স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে যে সচ্ছল, মানে এখানে স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে যে কম সমৃদ্ধ তাকে এর খরচ বহন করা লাগবে না।আবার যদি সন্তান থাকে? তাহলে নাবালক অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সন্তান্দের মধ্যে কেউ রয়েছে যে কাজ করে আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল আবার সন্তান বিবারের আগে জন্ম হয়েছে বা বিবাহের পরে ইত্যাদি সকল ধরণের সন্তান দের জন্যই সমান পরিমান অধিকার বা হক হয়েছে পিতামাতার উপর। মানে যখন আদালত থেকে আপনাদের আলাদা করে থাকা মঞ্জুর হবে এবং সন্তান্দের ভাগ স্বামী/স্ত্রীর উভয়ের উপর ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে ওদের প্রয়োজনে বা ওদের দায় ভার তথা খরচপাতি স্বামী/স্ত্রীর দুই জনকেই অংশগ্রহণ করতে হবে।

A cura dell’avv. Francesca Maggiolo

***

একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে আইনের ধারা ১১৯/২০১৩ তে একটি বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি মার ধর করে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আপরাধিকে গ্রেফতার করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে।

A cura dell'avv. Annamaria Marin

"LA TUTELA PER LE DONNE CHE SI RIBELLANO: IL PIANO NAZIONALE IL NUMERO VERDE 1522 LA RETE ANTIVIOLENZA"

(4 Febbraio 2014)

" বিদ্রোহী নারীদের জন্য রক্ষাব্যবস্থাঃ নির্যাতিত নারীদের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নাম্বার ১৫২২"

(৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

ঝুঁকি মূল্যায়ন সংক্রান্তঃ

জেনে খুশী হবেন যে ইতালির নগরীর ভেনিস কোমুনি আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন কেন্দের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে মন্ত্রিপরিষদের প্রেসিডেন্স এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যেখানে জাতীয় নারী নির্যাতন কেন্দ্র তথা বিভিন্ন পরিকল্পনা,বিধান ও প্রকল্প নিয়ে নারী নির্যাতিত কেন্দ্র গুলো জাতীয় নেটওয়ার্ক এর মধ্যে থেকে একত্রীত ভাবে কাজ করবে।যেখানে সর্বমোট ৪৫টি নারী নির্যাতন কেন্দ্রের মধ্যে ৩২ টি হচ্ছে বিভিন্ন কমুনির তত্বাবধানে। এবং এর প্রতিটি নারী নির্যাতন কেন্দ্রেই নির্যাতিত নারীদের তাৎক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক টোল ফ্রি নাম্বার রয়েছে ১৫২২ এবং এই নাম্বার ২৪ ঘন্টাই নির্যাতিত নারীদের সেবায় নিয়োজিত। এবং এই নাম্বারে ফোন করার সাথে সাথে আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট এলাকার নারী নির্যাতন কেন্দের নাম্বারে সংযোগ করিয়ে দিবে। যাতে করে আপনারা আপনার নিকটস্থ নারী নির্যাতন কেন্দের সাথে কথা বলে বিভিন্ন সেবা বা সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

এই নাম্বারের মাধ্যমে একজন নির্যাতিত নারী বা তার সন্তানের উপর যে কোন মুহূর্তে নির্যাতনের সময় নিকটস্থ নারী নির্যাতন কেন্দের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে এবং সেখান থেকে তাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারবে। এতে করে তাৎক্ষণিক ভাবে আপনার নিকটস্থ নারী নির্যাতন কেন্দের টিম এসে ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও প্রমান সংগ্রহ করতে পারবে।

আবার নির্যাতিত নারীদের উপর নির্যাতন ও বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহের জন্য বর্তমানে একটি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে যেটি পরিচালনা করছেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের মহিলা ডাক্তার "Claudia Zago"।

যেখানে নির্যাতিত নারীর উপর নির্যাতন সংক্রান্ত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় যেমনঃ ঝুঁকি, কি পরিমান নির্যাতন করা হচ্ছে, কিভাবে এবং কি ধরণের নির্যাতন করা হচ্ছে।

এই গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে একজন নির্যাতিত নারীর বিভিন্ন বিষয়, নির্যাতনের পরিমান ও বর্তমান শারীরিক ও মানসিক আবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকে, নির্যাতিত নারীর বর্তমানে কি করা উচিত বা কোন ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ধারণা নেওয়া হয় এবং সেই সূত্রে পরের ধাপ গুলো পরিচালনা করা হয়।

এবং এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান কাজ হল একজন নির্যাতিত নারিকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা বা প্রটেক্ট করা। এবং এই গবেষণা কেন্দ্রকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার লক্ষে কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য SARA, SARA-S, ISA, EVA, SILVIA, THAIS এবং ALBA। এই সরঞ্জাম গুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক কথায় একজন নির্যাতিত নারীর তার হক আদায়ে যা যা প্রয়োজন তার সকল বিষয়ের উপর এই সরঞ্জাম গুলো দ্বারা নানা ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা ও পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেমন প্রয়োজনে নির্যাতিত নারীর সাথে কথা বলা তার স্বামীর সাথে কথা বলা, যদি কখনো আপনার বাসায় পুলিশ আসে তাহলে পুলিশ এর কাছ থেকে সকল তথ্য সংগ্রহ করা, মামলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদালতে গিয়ে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট সংগ্রহ সহ একজন নির্যাতিত নারীর থাকা-খাওয়া, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সহ সকল ধরণের হক আদায়ে কাজ করে থাকে।

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

LEGISLAZIONE

আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থাঃ

<u>আইনের ধারা ১১/২০০৯ কে পরিবর্তন করে ৩৮/২০০৯ তম ধারায় রূপান্তরিতঃ</u> আর্টিকেল ১১ -র দ্বারা আপরাধির উপর আইন প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং এর

মাধ্যমে নির্যাতিত নারীর যেসকল তথ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো দ্বারা সংগৃহীত হয় সেইসব তথ্য গুলো তারা নির্যাতিত নারীর আশ্রয় কেন্দ্র তথা তার নির্দিষ্ট এলাকার নারী নির্যাতন কেন্দ্রের কাছে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য থাকিবে।এরকম আরও কিছু আর্টিকেল পরিবর্তন করে নতুনত্ব আনা হয়েছে, যা একজন নির্যাতিত নারীকে তার অধিকার আদায়ে যথার্থ ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য ৭০ এবং ৮০ দশকের দিকে শুধু ইতালি নয় অন্যান্য দেশেও কিছু আইন বিকাশ করা হয় যাতে করে মহিলারা পারিবারিক নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে। এবং তার পর থেকেই এসকল সংস্থা গুলো নিত্য নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে ভেনিসে প্রথম নারী নির্যাতন কেন্দ্রের উদ্ভাবন ঘটে এবং এরা নারীদের হক আদায়ে নানা ধরণের কাজ করে যাচ্ছে সাথে সাথে একজন নারীকে মানসিক, আইনগত, চিকিৎসা, সমর্থন গ্রুপ, প্রশিক্ষণ, প্রচার, সচেতনতা ও প্রতিরোধ, তথ্য সংগ্রহ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিভিন্ন পরামর্শ ও সাহায্য করে থাকে।বিশেষ করে এদের সাথে ইতালির বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র গুলো একসাথে কাজ করে যাচ্ছে যাতে করে জরুরী প্রয়োজনে সেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। কমুনে দি ভেনেসিয়া তাদের মধ্যে একটি “নারী নির্যাতন কেন্দ্র”। আবার ২০০৮ সালে D.i.Re associazione নামে একটি এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এটাও একটি “নারী নির্যাতন কেন্দ্র”।

A cura dell’avv. Francesca Maggiolo

"IL MALTRATTAMENTO ECONOMICO: COME DIFENDERSI QUALI LE AZIONI BANCARIE DA INTRAPRENDERE"

(11 Marzo 2014)

"অর্থনৈতিক নির্যাতনের ক্ষেত্রেঃ ব্যাংক সংক্রান্ত পদক্ষেপ গুলো।"

(১১ মার্চ ২০১৪)

অর্থনৈতিক সহিংসতা নারী নির্যাতনের আর একটি বিশেষ অংশ। যেখানে স্বামীরা বিভিন্ন কৌশলে নারীদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে। এই ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতি নারীদের ভরসা ও অন্ধ ভালোবাসাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন ধরণের ছলনার খেলা খেলে থাকে যেমনঃ তোমার সব কিছু আমি দেখবো, তোমার এই বিষয় নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না, আমি তোমার কোন কিছুই অপূর্ণ রাখবো না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অনেক সময় আপনার স্বাধীনতাকে পূঁজি করেও এই ধরণের নির্যাতন করা হয়ে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে বিভিন্ন পুরুষগণ। অনেক সময় দেখা যায় তারা আপনার কাজের মূল্য দিচ্ছে না মানে আপনি যে গৃহ পরিচালনা করছেন সেটার কোন মূল্য দেওয়া হবে না, আপনার যে নিজস্ব একটি বাৎসরিক আয় থাকতে পারে সেই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া, অথবা আপনার নিজের নামে কোন ব্যবসা পরিচালনা বা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে কোন কর্মকাণ্ড করতে না দেওয়া। যাইহোক মনে রাখবেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারীপুরুষ উভয়ের সমান অধিকার।

আসুন ২০১৪ সালের ফফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত সামাজিক, সংস্কৃতিক ও বিশ্ব কাজের বাঁজার এর উপর আদম শুমারির একটি জরীপ দেখা যাক সেখানে কি বলে? পরিসংখ্যান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ইতালিয়ানদের গড়ে মূলধন রয়েছে ৩৪২ লক্ষ্য ইউরো যার মধ্যে এর অর্ধেকের কাছাকাছি আধিকারি মহিলারা।যে পরিমান আর্থ রয়েছে তার ৬৬% পুরুষদের এবং মহিলারা এর অর্ধেক এর কাছাকাছি অধিকারী মানে (-৪৯%)। আদম শুমারির মতে, আবার অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের পরিমান বেশি হয়ে থাকে। বিশ্ব শ্রম বাঁজার থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায় ইতালিতে মহিলাদের কাজের বাঁজার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ইতালিতে লক্ষ্য করে দেখা যায় ইতালিয়ান মহিলারা তাদের ভালোবাসার মানুষের উপর অনেক বেশিই নির্ভরশীল, যেমন আমি আমার স্বামীকে অনেক বেশি ভরসা করি, সে আমার কোন ক্ষতি করবে না!! ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অনেক সময় দেখা যায় স্বামীর ভয়ে নিজের আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভালোবাসা বা বিশ্বাস

করার মানে এই না? যে আপনি আপনার অধিকার পরিত্যাগ করবেন। কেননা এই আর্থিক সচ্ছলতা বা আপনার হকের সমপরিমান অর্থ আপনার স্বামীর কাছ থেকে বুঝে পাওয়ার উপর আপনার ও আপনার সন্তান্দের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

Amministrazione di denaro e patrimonio

অর্থ এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনাঃ

সাধারণত প্রতিটি দম্পত্তি ও সম্পর্কের মধ্যে পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকতে হবে, নিজেদের মধ্যে কোন বিষয় লুকানো ঠিক হবেনা, বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার। এবং এই বিষয়টি বিবাহিত এবং বিবাহ ছাড়া উভয়ের জন্য প্রযোজ্য, এমনকি ব্যাংক এর বিস্তারিতও নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়।

এই বিষয়ের উপর আমার দীর্ঘ দিনের কাজের কিছু অভিজ্ঞটা থেকে দেখতে পেয়েছি, যে সাধারণত নিচের বিষয়গুলো বিভিন্ন দম্পত্তিদের মধ্যে বেশি ঘটতে দেখা যায়।

- নিজেদের মধ্যে পরিবারের বাজেট সংক্রান্ত বিষয় শেয়ার না করা।
- নিজের বাৎসরিক আয় সম্পর্কে বিস্তারিত সঙ্গীর কাছে লুকিয়ে যাওয়া।
- মহিলাদের কে বাধ্য করা তাদের আয়ের অংশ সংসারে ব্যয় করা।
- মহিলাদের ব্যাংক এর ক্রেডিট ব্যবহার করতে না দেওয়া।
- মহিলাদের শুধুমাত্র সন্তানন্দের লালন পালনে বাধ্য করা, এর বাইরে অন্য কোন ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করতে না দেওয়া।
- মহিলাদের উপর জোরপূর্বক ঋণ এর বোঝা চেপে দেওয়া যেমন জোরপূর্বক কোন কন্ট্রাক্টে, দলিল অথবা সাদা চেকে সই করিয়ে নেওয়া।

এরকম আরও অনেক ধরণের কর্মকাণ্ড করিয়ে নারীদের উপর অর্থনৈতিক নির্যাতন করা হয়ে থাকে। এখানে এরকম ভুক্তভোগী এক ইতালিয়ান নারী যার নাম “Maria” নারী নির্যাতনের শিকার তার একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরা হল।

“Maria” কে তার স্বামী প্রথম সন্তান হওয়ার পর জোরপূর্বক কাজে যেতে দিতো না। এবং প্রায় অনেক বছর ধরে তার স্বামী সামান্য কিছু অর্থ তার হাতে তুলে দিতো। যা মারিয়ার ক্ষেত্রে সংসার চলাতে অনেক কষ্ট করতে হত। সন্তানরা মোটামুটি বড় হওয়ার পর মারিয়া

আবার একটি বারে বারিস্তার কাজ পায় এবং সেই টাকা দিয়ে সে তার সন্তান্দের জামাকাপড় সহ বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে দিতো। একদিন মারিয়ার স্বামী তার কর্মস্থলে গিয়ে তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করে এবং মারিয়ার কাছে বাধ্য হয়েই সেই কাজটি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিলোনা।এবং মারিয়া আবার আগের মতো কষ্টে সন্তানদের নিয়ে জীবন যাপন করতে লাগলো। কয়েক বছর পর মারিয়া নতুন একটি বিষয় আবিস্কার করে যে, তার স্বামীর অন্যান্য নারীদের সাথে পরক্রিয়া করছে। এবং ওদের পিছনে অর্থ খরচ করে যাচ্ছে। মারিয়া তার ঘরে গয়না ও অলংকার ক্রয় করার রিসিত খুঁজে পায়। এমনকি তার স্বামী ব্যাংক থেকে লোণ নিয়েও পরনারীদের বিভিন্ন অলংকার ক্রয় করে দিয়েছে, এবং সেই বিষয়ে ব্যাংক থেকে বাসায় চিঠি আসে যা মারিয়ার কাছে এসে ধরা পরে। এভাবে মারিয়ার সাথে তার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়। এবং বিচ্ছেদের সময় তার স্বামী তার ব্যাংক থেকে সকল টাকা নিয়ে আলাদা হয়ে যায় এমনকি সন্তান্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী পর্যন্ত জমা দেয়া বন্ধ করে দেয়। এভাবে মারিয়ার স্বামী তার সাথে আর্থিক দিক দিয়ে নির্যাতন করে যায়।এবং মারিয়াকে তখন সাহায্য করার বা পরিপূর্ণ পথ দেখানোর মতো কেউ ছিলোনা, কারন মারিয়া নারী নির্যাতন কেন্দ্র সম্পর্কে তেমন ধারণা রাখতো না, আর তাই তার স্বামী তার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার বা তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পেরেছিল।

A cura della dr.a Sara Pretalli

***

<u>এই বিষয়ে যে আইন ও আর্টিকেল গুলো রয়েছেঃ</u>

* আর্টিকেল ৩,২৯ এবং ৩১ সে সংবিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে

* আর্টিকেল ১৪৩ c.c. স্বামী/ স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে

* আর্টিকেল ১৪৪ c.c. পারিবারিক জীবন এবং পরিবারের বসবাসের ঠিকানা সম্পর্কে যাচাই করা হয়

* আর্টিকেল ১৪৫ c.c. বিচারক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয়েছে

* আর্টিকেল ১৪৬ c.c. পরিবারেকে বসবাসের স্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে

* আর্টিকেল ১৫৬ c.c. বিচ্ছেদের সময় স্বামী/ স্ত্রীর সম্পদের ভাগাভাগি বিষয়ে বলা হয়েছে

ইত্যাদি এরকম আরও অনেক বিষয় রয়েছে যার সম্পর্কে আপনারা স্থানীও নারী নির্যাতন কেন্দ্র থেকে সরাসরি জেনে নিতে পারবেন। যার মাধ্যমে আপনারা আপনার হক ও আধিকার আদায় করে নিতে পাড়বেন।

A cura dell'Avv. Margherita Salzer

***

COPPIE DI FATTO E COPPIE CONIUGATE”

(8 Aprile 2014)

"বিবাহ ছাড়া দম্পত্তি এবং বিবাহিত দম্পত্তি"

(৮ এপ্রিল ২০১৪)

বিগত ৪০ বছরের মধ্যে ইতালিতে এই বিষয়ের উপর তিনটি বিশেষ আইন প্রনয়ন করা হয় আইনের ধারা ১৫১/১৯৭৫ (নতুন পারিবারিক আইন), আইনের ধারা ৫৪/২০০৬ (সন্তান ভাগাভাগি করা), এবং আইনের ধারা ১৫৪/২০১৪ (পিতামাতার দায়িত্ব)।এই তিনটি আইনের ধারার উপর নির্ভর করে এবং পিতামাতা ও নাবালক সন্তান্দের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিবেচনা করে বিচারক তাদের রায় শুনিয়ে থাকেন। এখানে কয়েক ধরেনের সেপারেসন বা বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সমঝোতা করে বিচ্ছেদ হওয়া। মানে, এই ক্ষেত্রে দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে আপোষ করে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে যার ফলে স্বামীকে তার স্ত্রিক/সঙ্গীকে তার নিজের সম্পত্তি ও অর্থ থেকে নির্দিষ্ট পরিমান বুঝিয়ে দিতে হয়। তবে এই ক্ষেত্রে স্বামীর উপর একজন বিবাহিত স্ত্রীর নরমান সঙ্গিনীর চাইতে অনেক বেশি হক বা অধিকার রয়েছে।

A cura dell’avv. Chiara Santi

“LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI VIOLENZA E LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE”

(6 Maggio 2014)

"নারী নির্যাতনের বীরুধে ইতালিয়ান আইন এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক আইন"

(৬ মে ২০১৪)

নারী নির্যাতনের সংক্রান্ত ইতালিয়ান আঞ্চলিক পরিদৃশ্যঃ

ইতালির নগরী ভেনেতো অঞ্চলে সম্প্রতি নারী নির্যাতন আইনের ধারা ৫/২০১৩ তে অনেক কিছু পুনঃসংগঠিত হয়েছে। যা একজন নির্যাতিত নারীকে নানা ধরণের সাহায্য ও পরিপূর্ণ সহযোগীতা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের নারী নির্যাতন কেন্দ্র গুলো বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র সহ নির্যাতিত নারীদের আশ্রয়ের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ করে যাচ্ছে। এবং আদমশুমারির আইনের

সাথে আঞ্চলিক নারী নির্যাতন কেন্দ্র গুলোর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার ফলে আদমশুমারির থেকে যখন তাদের গননা পরিচালনা করা হবে সেখানে আঞ্চলিক নারী নির্যাতন কেন্দ্র গুলকেও তালিকাভুক্ত করা হবে। এবং বর্তমানে কতো পরিমান নির্যাতিত নারী বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে রয়েছে তার বর্তমান অবস্থা বা তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েব সাইটের ঠিকানায় http://www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/rilevazione-delle-strutture-regionali

এবং চুক্তি মোতাবেক প্রতিটি সরকারই বাধ্য থাকিবে এই ধরণের অঞ্চল ভিত্তিক নারী নির্যাতন কেন্দ্র গুলোকে অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার জন্য। এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নারী নির্যাতন আইন এর উপর ভিত্তি করে নির্যাতিত নারীদের সাথে সাথে তাদের সন্তান্দের সকল ধরণের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।আর এই ধরণের সেবা তাদের দেওয়া হবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে।এবং প্রতিটি অঞ্চলে নির্যাতিত নারী বা তাদের সন্তানন্দের জন্য গড়ে প্রতি ১০,০০০ বসবাসকারীদের মধ্যে একটি করে থাকার স্থান নিশ্চিত করে দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যবস্থাপনা থেকে।

	অঞ্চল	বসবাস কারীর সংখ্যা	নারী নির্যাতন কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্র	মহিলাদের জন্য বিছানা *	দ্বিতীয় স্তরের আশ্রয় কেন্দ্র	মহিলাদের জন্য বিছানা *
1	Belluno	209.364	1	/	/	1	3
2	Padova	927.848	2	2	8	4	16
3	Rovigo	242.543	1	1	3	/	/
4	Treviso	881.245	1	/	/	1	4
5	Venezia	847.983	5	2	9	2	5
6	Verona	907.352	2	1	4	/	/
7	Vicenza	865.421	3	3	7	4	14
	Totale	4.881.756	15	9	31	12	42
	Comune di Venezia	270.843	1	1	7	1	3

* প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র বা দ্বিতীয় স্তরের আশ্রয় কেন্দ্র গুলোতে নাবালক সন্তানদের থাকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা

রয়েছে।

উল্লেখ্য কমুনে দি ভেনেসিয়াতে গড়ে প্রতি ২৭,০০০ বসবাসকারীদের মধ্যে একটি করে নির্যাতিত নারী বা তাদের নাবালক সন্তান্দের থাকার স্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আমরা এখনো ইউরোপিয়ান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছি।তবে ভেনিস কমুনে সহ বিভিন্ন অঞ্চলের কমুনে নির্যাতিত নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বিশেষ করে কিভাবে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা গ্রহন করে নির্যাতিত নারীদের উপকার করা যায় সেই বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের কমুনের তরফ থেকে নির্যাতিত নারীদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার লক্ষে নানা ধরণের (bandi pubblici)প্রজেক্ট এর ঘোষণা দিয়ে আসছে।

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

সর্বোপরি আমাদের এই প্রজেক্ট এর মূল উদ্দেশ্য সকল ধরণের নারী নির্যাতন এর বীরুধে একসাথে ঐক্যবধ্য হয়ে কাজ করা। এবং আমাদের সাথে রয়েছে ভেনিস পৌরসভার আইনি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থাপনা।যেখানে সকল নির্যাতিত নারীর হক, অধিকার ও সকল ধরণের সাহায্য সহযোগিতায় একসাথে এগিয়ে আসা। এবং আমাদের মাধ্যমে প্রতিটি নির্যাতিত নারী তাদের অন্ধকার জীবন থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন একটি আলোর পথ দেখতে পারবে।এবং আমাদের এই মহৎ কাজে যারা সর্বদা সঙ্গ দিয়ে আসছেন তাদের কথা না বললেই নয় ***Pollicino***,***Francesca Maggiolo, Annamaria Marin, Maria Margherita Salzer, Chiara Santi*** (উকিল)।